BRICS ও তার বাইরের ভূ-রাজনীতি: জোট, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বশক্তির প্রতিযোগিতা

১. ভূমিকা (Introduction)

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-রাজনীতিতে বহুমেরুকরণ (Multipolarity) ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বহুমেরুকরণ বলতে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে একাধিক শক্তিশালী দেশ বা শক্তিকেন্দ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন জোটে যোগ দিচ্ছে। আবার কিছু দেশ নিরপেক্ষ থেকে একাধিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখছে।

এই পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো BRICS। প্রথমে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে এই গোষ্ঠী গঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

BRICS আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি দেশগুলির দীর্ঘদিনের প্রভাবাধীন বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প প্রতিষ্ঠান ও সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করছে।

এই আলোচনায় BRICS-এর কাঠামো, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ, নিরপেক্ষ দেশগুলির ভূমিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. BRICS-এর কাঠামো (The BRICS Framework)

BRICS-কে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সামরিক বা রাজনৈতিক জোট হিসেবে দেখা যায় না। এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে সহযোগিতা থাকলেও তাদের জাতীয় স্বার্থ ও বিদেশনীতি এক নয়।

BRICS-এর দেশগুলিকে বোঝার জন্য তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ

BRICS-এর মূল পাঁচটি দেশ হলো—

- B — Brazil (ব্রাজিল)
- R — Russia (রাশিয়া)
- I — India (ভারত)
- C — China (চিন)
- S — South Africa (দক্ষিণ আফ্রিকা)

এই দেশগুলি জনসংখ্যা, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

খ) নতুন সদস্য দেশ

BRICS-এর সম্প্রসারণের ফলে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশও এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সৌদি আরবকে ঘিরে সদস্যপদের অবস্থান ও আনুষ্ঠানিক যোগদানের বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে। তাই সব দেশকে একইভাবে পূর্ণ সদস্য হিসেবে উল্লেখ করার আগে বর্তমান সরকারি তালিকা যাচাই করা জরুরি।

নতুন সদস্যদের যোগদানের ফলে BRICS-এর ভৌগোলিক পরিসর এবং অর্থনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ) অংশীদার দেশ (Partner Countries)

BRICS-এর সঙ্গে বিভিন্ন দেশ অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা করে। এদের মধ্যে আলজেরিয়া, বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনামের মতো দেশ রয়েছে।

এই দেশগুলি BRICS-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তবে অংশীদার দেশ এবং পূর্ণ সদস্য দেশের মর্যাদা এক নয়।

৩. ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও জোট (Geopolitical Alignments)

বিশ্বের দেশগুলির ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান সব সময় একরকম নয়। কোনো দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে, কোনো দেশ চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ায়, আবার কোনো দেশ উভয় পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

এই অবস্থানকে প্রধানত তিনভাবে বোঝা যায়।

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

কিছু দেশ নিরাপত্তা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে।

খ) চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

কিছু দেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সামরিক সম্পর্ক, জ্বালানি সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে।

গ) ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি

ব্রাজিল, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মতো দেশ বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে।

উদাহরণস্বরূপ, ভারত BRICS-এর সদস্য হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বজায় রাখে।

মূল কথা: BRICS-এর সব সদস্য চিন ও রাশিয়ার প্রতিটি নীতিকে সমর্থন করে না। প্রতিটি দেশ নিজের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪. অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত স্বার্থ (Economic and Security Considerations)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক) সৌদি আরবের উদাহরণ

সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল উৎপাদনকারী দেশ।

- আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে।
- অন্যদিকে, চিনের সঙ্গে তার বাণিজ্য, জ্বালানি ও বিনিয়োগের সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থাৎ, সৌদি আরব বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত স্বার্থ রক্ষা করতে চায়।

খ) ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ

ইন্দোনেশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন—উভয়ের সঙ্গেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সহযোগিতা করে।
- চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এর ফলে ইন্দোনেশিয়া কোনো একটি শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না থেকে নিজের অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করে।

গ) তুরস্কের উদাহরণ

তুরস্ক ন্যাটো (NATO)-এর সদস্য। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে তার প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে S-400 ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনেছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করেছে।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, একটি দেশ সামরিক জোটের সদস্য হয়েও অন্য শক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে।

ঘ) অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ভূমিকা

দেশগুলির বিদেশনীতি নির্ধারণে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা গুরুত্বপূর্ণ।

- চিনের সঙ্গে বাণিজ্য অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় বাজার বিভিন্ন দেশের রপ্তানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- বিদেশি বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সুযোগ দেয়।
- জ্বালানি আমদানি ও রপ্তানির সম্পর্ক অনেক দেশের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

তাই অনেক দেশ কোনো একটি শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত না হয়ে একাধিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

৫. নিরপেক্ষ দেশগুলির ভূমিকা (The Role of Neutral Nations)

নিরপেক্ষতা বলতে এখানে এমন একটি বিদেশনীতি বোঝানো হচ্ছে, যেখানে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি পক্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত না হয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

তবে নিরপেক্ষতা এবং জোটনিরপেক্ষতা পুরোপুরি একই বিষয় নয়। নিরপেক্ষতা সাধারণত কোনো সংঘাত বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পক্ষ না নেওয়াকে বোঝায়। অন্যদিকে, জোটনিরপেক্ষতা হলো বিদেশনীতি পরিচালনার এমন একটি নীতি, যেখানে কোনো বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর অধীন না থেকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ক) নিরপেক্ষতা গ্রহণের কারণ

- জাতীয় স্বার্থ রক্ষা: বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের স্বার্থ পূরণ করা।
- অর্থনৈতিক সুবিধা: একাধিক দেশের কাছ থেকে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের সুযোগ পাওয়া।
- যুদ্ধ এড়ানো: বৃহৎ শক্তিগুলির সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমানো।
- স্বাধীন বিদেশনীতি: নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখা।

খ) ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকা

ইন্দোনেশিয়া ঐতিহাসিকভাবে জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি অনুসরণ করে আসছে। দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন—উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

এর ফলে ইন্দোনেশিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

গ) দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালয়েশিয়ার ভূমিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালয়েশিয়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। তাদের বিদেশনীতি অর্থনৈতিক স্বার্থ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সহযোগিতার মতো বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তবে এই দেশগুলিকে সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলা যায় না। তারা বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে পারে।

ঘ) নিরপেক্ষতার গুরুত্ব

নিরপেক্ষ বা জোটনিরপেক্ষ অবস্থান দেশগুলিকে—

- বিদেশনীতি পরিচালনায় স্বাধীনতা বজায় রাখতে,
- বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে,
- আন্তর্জাতিক সংঘাতের ঝুঁকি কমাতে,
- এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে।

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে চ্যালেঞ্জ (The Challenge for the United States)

BRICS-এর সম্প্রসারণ এবং বিকল্প অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক প্রভাবের সামনে নতুন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

ক) অর্থনৈতিক শক্তির পরিবর্তন

চিন ও ভারতসহ BRICS-এর সদস্য দেশগুলি বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দেশগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা বাড়ানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

খ) বিকল্প আর্থিক প্রতিষ্ঠান

BRICS-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো New Development Bank (NDB) বা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

এর উদ্দেশ্য হলো সদস্য দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের পরিকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করা।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠান উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থায়নের অতিরিক্ত সুযোগ দেয়। তবে এগুলি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) সম্পূর্ণ বিকল্প হয়ে গেছে—এমন দাবি করা ঠিক নয়।

গ) চিন ও রাশিয়ার সহযোগিতা

চিন ও রাশিয়া বিভিন্ন কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতা করে।

এই সহযোগিতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের ভারসাম্য পরিবর্তন করতে পারে। তবে চিন ও রাশিয়ার সব স্বার্থ এক নয় এবং BRICS-এর সব সদস্যও তাদের নীতির সঙ্গে একমত নয়।

ঘ) BRICS-এর অভ্যন্তরীণ পার্থক্য

BRICS-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

- ভারতের সঙ্গে চিনের সীমান্ত ও আঞ্চলিক বিরোধ রয়েছে।
- বিভিন্ন সদস্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর আলাদা।
- দেশগুলির নিরাপত্তাজনিত স্বার্থও এক নয়।
- আন্তর্জাতিক সংঘাত ও কূটনৈতিক বিষয়ে তাদের অবস্থান ভিন্ন হতে পারে।

তাই BRICS-কে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ পশ্চিমবিরোধী জোট হিসেবে দেখা সঠিক নয়।

ঙ) নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রভাব

যেসব দেশ কোনো একটি শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত নয়, তাদের সিদ্ধান্তও আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

এই দেশগুলি কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবে, কার কাছ থেকে প্রযুক্তি নেবে এবং কোন আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে সমর্থন করবে—এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিশ্ব-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. BRICS ও বহুমেরুকরণ (BRICS and Multipolarity)

BRICS-এর বিকাশ বিশ্বে বহুমেরুকরণকে আরও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

আগে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। বর্তমানে চিন, ভারত এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের ফলে বিশ্বব্যবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—

- আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নতুন শক্তিকেন্দ্রের উত্থান।
- উন্নয়নশীল দেশগুলির বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বের দাবি।
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন অংশীদারিত্ব।
- বিকল্প আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ।
- সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতার নতুন ধরন।
- একই সঙ্গে একাধিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রবণতা।

তবে বহুমেরুকরণ মানেই বিশ্বে সংঘাত বাড়বে—এমন নয়। এটি সহযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে, আবার প্রতিযোগিতা ও মতবিরোধও বৃদ্ধি করতে পারে।

৮. উপসংহার (Conclusion)

BRICS এবং তার বাইরের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার জটিল ও পরিবর্তনশীল চরিত্রকে তুলে ধরে।

BRICS-এর সম্প্রসারণ, চিন ও ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান, বিকল্প আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীন বিদেশনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করছে।

একই সঙ্গে সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের মতো দেশগুলির উদাহরণ দেখায় যে, অনেক দেশ অর্থনৈতিক সুবিধা ও নিরাপত্তার স্বার্থে একাধিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়।

অন্যদিকে, BRICS-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকায় তাদের সব বিষয়ে একই অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই এই গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ভর করবে সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিন্ন স্বার্থ এবং মতপার্থক্য সামলানোর ক্ষমতার উপর।

সুতরাং, BRICS-এর উত্থান শুধু একটি নতুন আন্তর্জাতিক জোটের বিকাশ নয়; এটি বহুমেরুকরণ, কূটনৈতিক স্বাধীনতা এবং বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।